# ঐকতান এবং চাঁদনী পসর রাতে

## চিরহরিৎ

চলে গেল ২০১২। চোখ ধাঁধানো আতশবাজির মধ্য দিয়ে এই বিশ্ব বরণ করে নিল ২০১৩-কে। নতুন বছরকে ঘিরে গেল বছরের মতোই জনমনে কত স্বপ্ন, কত আকাঙ্ক্ষা। সবাই যখন নতুন বছরকে ঘিরে স্বপ্নে বিভোর ঠিক তখনি ২০১৩ সূচনালগ্নে বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে ঐকতান পরিবেশন করল "চাঁদনী পসর রাতে"। গেল ৫ই জানুয়ারি ওয়েন্টোয়ার্থভিলের রেডগাম সেন্টারে হুমায়ূন আহমেদকে গানে গানে স্মরণ করল ঐকতান।

স্মরণ সভার কথা আগে শুনেছিলাম। যে সভায় স্মরণ করা হয়। গানে গানে ভালবাসা হয় শুনেছি। এবার গানে গানে স্মরণ সভা দেখলাম। হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র, টেলিফিল্ম আর নাটকে ব্যবহৃত গানগুলো থেকে প্রায় বিশটির মতো গান নিয়ে তিনটে শিশু সহ মোট দশজন গান পরিবেশন করল। গানের ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ওয়াসিম শুভ আর তামান্না রহমান লেখক হুমায়ূনের সাহিত্যের পাশাপাশি বৈচিত্রময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরল।

আমার দেখা ঐকতানের এটাই প্রথম কনসার্ট। এ দলটি সম্পর্কে আমার তেমন একটা জ্ঞান ছিল না। কি ধরনের গান করে কিছুই জানতাম না। তবে শুনেছিলাম অ্যামেচার হলেও তারা না কি ভালই গান করে। লেখালেখি করি। সেই সুবাদে ফেইসবুকে মাঝে মাঝে খালাম্মারা "পোক" দেন। "পোক" খেতে ভালই লাগে। এই কনসার্ট থেকে যদি লেখালেখির কোন রসদ পাওয়া যায় তাই ভাবলাম দেখে আসি। খালাম্মারা ফেইসবুকে "পোক" দেবেন কিনা জানি না তবে ঐকতানের পরিবেশনা দেখে মনে হল কিছু লেখা যেতে পারে।

ঐকতানের সদস্যরা জীবনের তাগিদে কেউ ল-ইয়ার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অ্যাকাউনটেন্ট, কেউ কাজ করেন আইটি সেক্টরে। মানে কারো পেশাই সংগীত নয়। তাহলে যিনি এ দলকে অ্যামেচার বলেছিলেন তাকে কি আর দোষ দেয়া যায়। তবে গান শুরু হবার পর এ ধরনা ততই ভুল প্রমাণিত হতে বেশীক্ষণ লাগল না।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হবার কথা থাকলেও শুরু হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরী হলে তার দায়ভার তো আয়োজকদের। তবে তারাই বা কি করবেন? হলে তখনো তেমন দর্শক সমাগম হয়নি। দর্শক সংখ্যা আর একটু বাড়লে অনুষ্ঠান শুরু হল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বাজে সাড়ে সাতটা। মাঝে আধ ঘণ্টা রাতের খাবারের বিরতি ছাড়া গান চলল প্রায় আড়াই ঘণ্টা মতো। কনসার্ট আয়োজন করতে সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশী কমিউনিটি স্কুল, বাংলা বার্তা, আনন্দ ট্রাভেল এবং আহমেদ জামান এন্ড কো।

শুরুতেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক-দ্বয় দর্শকদের ধন্যবাদ জানালেন এই কনসার্ট দেখতে আসার জন্য। যার স্মরণে এই কনসার্ট সবার প্রিয় লেখক সেই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ভূমিকা পর্বের পর মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাল কিশলয় কচিকাঁচার রাসনান আর আদ্রিতাকে। এই দুই ক্ষুদে গানরাজদ্বয় পরিবেশন করল "দুঃখটাকে দিলাম ছুটি"। চমৎকার এই গানটি দারুচিনি দ্বীপ ছবির। এরপর আনন্দ পরিবেশন করল দুই দুয়ারী ছবির গান "মাথায় পড়েছি সাদা ক্যাপ"। দারুণ গান। ছবিতে গানটি ছিল আগুনের কণ্ঠে। তবে আনন্দের কণ্ঠে গানটি শুনেও সেই আনন্দও কম হল না।

আনন্দের গানের পর কিশলয় কচিকাঁচা পরিবেশন করল একটি কোরাস। গানের নাম "শুয়া উড়িল"। গানটি হুমায়ূন আহমেদের শেষ ছবি ঘেটু পুত্র কমলা থেকে নেওয়া। এই গানের পর একই ছবির আরেকটি গান "বাজে বংশী" সাথে একটি সমবেত নাচ এবং দুই দুয়ারীর ছবির গান "কন্যা নাচিলরে"

এর সাথে সুলগ্না পরিবেশন করল একটি একক নাচ। এই পর্বের শেষ হল শ্রাবণ মেঘের দিন ছবিতে ব্যবহৃত বিশ্বখ্যাত মার্কিন ব্যান্ড কারপেন্টারের গান "Such a feeling" দিয়ে।

ছোটদের সাথে মিউজিকে ছিলেন হারমোনিয়ামে রোকসানা রহমান, অক্টোপ্যাডে আলী কাউসার, তবলায় তাইফ রহমান, কির্বোডে মিজানুর রহমান আর গিটারে মীর সাদেক হোসেন।

ছোটরা মঞ্চ ছাড়া পর ঐকতানের গায়ক-গায়িকারা মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। সামনের সারিতে নিশাত সিদ্দীক, রুবিনা ইসলাম আর রোকসানা রহমান। পেছনের সারিতে ফাবিহা সিদ্দীক, আনিসুর রহমান এবং ইসমাইল হাসান। আর সবার পেছনে যন্ত্রী আলী কাউসার, তাইফ রহমান, মিজানুর রহমান, মীর সাদেক হোসেন যথাক্রমে অক্টোপ্যাড, তবলা, কিবোর্ড এবং গিটারে। পুরো অনুষ্ঠানের শব্দ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বদিউজ জামান এবং মনিরুল মিতুল।

কনসার্টের সঞ্চালক ওয়াসিম শুভ আর তামান্না রহমানের সূচনা সম্বোধন শেষে আনিসুর রহমান তার দরদী কণ্ঠে শ্রাবণ মেঘের দিন ছবির "আমার গায়ে যত দুঃখ" গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। একই ছবির আরো দুটি হৃদয়-স্পর্শী গানসহ মোট তিনটি গান শোনালেন আনিস। গানগুলো ছিল "শুয়াচান পাখি" এবং "পূবালী বাতাসে"।

ইসমাইল হাসান পরিবেশন করলেন চমৎকার দুটি গান। একটি গান চন্দ্রকথা ছবির "চাঁদনী পসরে কে আমারে স্মরণ করে", অপরটি শ্রাবণ মেঘের দিন ছবির গান "একটা ছিল সোনার কন্যা"।

নিশাত সিদ্দীক পরিবেশন করলেন উড়ে যায় বকপক্ষীর "ঢোল বাজে, দুতারা বাজে" এবং হুমায়ূন আহমেদের খুব পছন্দের একটা গান "মরিলে কান্দিস না আমার দায়"।

রাতের খাবারের বিরতির সময় দেখলাম কেউ একজন ক্রেডিট অ্যানালিষ্ট রুবিনা হাসানকে ভাবী ডাকতে ডাকতে পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল। বিরতির আগে ও পরে রুবিনা হাসান শ্রাবণ মেঘের দিন ছবির "আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা" এবং দুই দুয়ারী ছবির "সোহাগপুর গ্রামে একটা মায়া দীঘি ছিল", এই দুটি গান পরিবেশন করেন।

কিবোর্ডিষ্ট মিজানুর রহমান তার ভরাট কণ্ঠে শোনালেন ঘেটুপুত্র কমলা ছবির "ও কারিগর দয়ার সাগর", আমার আছে জল ছবির "নদীর নামটি মধুমতী" এবং চন্দ্রকথা ছবির "ও আমার উড়াল পংখীরে"।

ঐকতানের গায়ক-গায়িকার বহর দেখে বেশ অবাকই হলাম। শুনেছিলাম এ দলের সবাই নাকি অ্যামেচার। অ্যামেচার হলে কখনও-সখনও গানের তাল-লয় কাটবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবে গান শুনে কিন্তু অ্যামেচারের চেয়ে বেশ অভিজ্ঞই মনে হল। বিশেষ করে রোকসানা রহমান গলায় যা কাজ দেখালেন তাতে চাইলে অনায়াসে প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে নাম লেখাতে পারেন। শোনালেন অতি শ্রুতিমধুর দুটি গান। একটি আমার আছে জল ছবির "বাদলা দিনে" এবং অপরটি নয় নম্বর বিপদ সংকেত ছবির "যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো"।

ঐকতান গ্রুপের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য মেরেউইদার হাইস্কুলের ছাত্রী, ফাবিহা সিদ্দীক মূল পর্বে পরিবেশন করে আমার আছে জল ছবির "আমার আছে জল" গানটি। কিশলয় কচিকাঁচার পর্বে শুনিয়ে ছিল আমেরিকান ব্যান্ড কারপেন্টারের "Such a feeling" গানটি। বাংলা কনসার্টে ইংরেজি ভাষায় গান অনেককেই হয়তো ভাববেন এ আবার কেমন হল? হয়তো প্রশ্ন করবেন তেলে আর জলে কি মেশে কখনও? তেলে আর জলে মিশুক আর নাই মিশুক, ফাবিহার গান যে অনুষ্ঠানের সাথে দারুণ মানিয়েছিল তা ওইদিন যারা গান শুনতে এসেছিলেন তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। তেল বলেন আর জল বলেন কনসার্টে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে ফাবিহাসহ এই গানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই অভিনন্দন।

গানে গানে এই স্মরণ সভায় যোগ দিতে দর্শকদের অনেকেই ছানাপোনা সমেত হাজির ছিলেন। যদিও ছোটমনিরা অডিটোরিয়ামের বাইরে ছুটোছুটিতেই ছিল অধিক মনোযোগী। কিন্তু ফাবিহার কণ্ঠে "Such a feeling" গানটি শুরু হতেই মনোযোগ ঘুরে গেল মঞ্চের দিকে। অনেককে দেখলাম গানের সাথে গলা মেলাতে। বড়ই সুন্দর দৃশ্য। গান শেষ হবার পর আবার যে যার খেলায় ফিরে গেল। এ দৃশ্য দেখার পর মনে প্রশ্ন জাগল, অন্য গানের সময় আগ্রহ নেই অথচ এই গানের সময় কচিকাঁচাদের এত আগ্রহ? কারণ কি? কারণ বুঝতে বেশী সময় লাগল না। কারণটা হচ্ছে ভাষার সাথে সখ্যতা। যদিও তারা বাংলা ভাষা-ভাষী বাবা-মায়ের সন্তান, এই পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে তাদের চিন্তা, ভাবনা, খাওয়া, ঘুম কিন্তু যেই ভাষায় তাদের সখ্যতা বেশী সেই ভাষা। আর সেই ভাষার গান তো আকর্ষণ কারণ হবেই। মায়ের ভাষা বাংলা হতে পারে তাই বলে বেড়ে ওঠা শিশুর ভাষাও যে বাংলা হবে , দেখলাম সেই থিওরি ভুল। তাহলে এখন উপায়? উপায় আবার কি। সোনামণিদের আকর্ষণ বাড়াতে তাদের সাথে সখ্যতা বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, যেখানে ইংরেজি হচ্ছে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ সেই পরিবেশে বড় হবার কারণে তাদের প্রথম ভাষা কিন্তু ইংরেজি, বাংলা নয়। তাহলে কি সখ্যতা বাড়াতে বাংলা ভুলে ইংরেজিতে গান করতে হবে? অবশ্যই না। তবে দুটোর মার্জিত সমন্বয় ঘটাতে হবে। তার চমৎকার উদাহরণ হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে গানে গানে এই স্মরণ সভা।